

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা (The Government of Bangladesh)



রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল 'সরকার'। বিশ্বের সব দেশেই কোনো না কোনো সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। একটি দেশের শাসনব্যবস্থা মূলত সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয়। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বোঝা যায়। সকল দেশে সরকার থাকলেও তা এক রকম নয়। নির্বাহী প্রধানের প্রকৃতির উপরই সরকারের প্রকৃতি নির্ভর করে। সাধারণত নির্বাহী প্রধান যদি রাষ্ট্রপতি হয় তবে তা রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার আর নির্বাহী প্রধান প্রধানমন্ত্রী হলে তা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয় এবং জনগণের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। সরকার গণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারি, এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় হতে পারে। আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা থাকবে।

	ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ
--	---------------------	---------------------------------------

পাঠ-৬.১

বাংলাদেশ সরকারের স্বরূপ

(Nature of the Government of Bangladesh)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানতে পারবেন।
- সরকারের কাঠামো বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নির্বাহী প্রধানের গুরুত্ব নিরূপণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	অস্থায়ী সরকার, অস্থায়ী সরকার আদেশ, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত, মূলনীতি, এককেন্দ্রিক, রাষ্ট্র প্রধান, নির্বাচন
--	------------	---




প্রতিটি দেশের সরকারের মাধ্যমে সে দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রতিফলন ঘটে থাকে। দীর্ঘ শোষণ-বঞ্চণা পেরিয়ে ১৯৭১ সালে ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বীর বাঙালি এ দেশকে স্বাধীন করে। যার একটিই লক্ষ্য ছিল বাঙালির ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রথম মন্ত্রিসভায় বাংলাদেশের সরকার গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এই সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী। অন্যান্য মন্ত্রিসভায় মোট ৮ জন সদস্য ছিল। তাঁরা ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করে। এই সরকার দক্ষতার সহিত মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে এবং পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী সংবিধান আদেশের দ্বারা রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থা থেকে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সে অনুযায়ী ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। এ মন্ত্রিসভা ১৯৭৩ সালের ১৬ মার্চ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। বাঙালিদের ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে স্বল্পতম সময়ে একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয়।


সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সংবিধানে জনগণকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে বলা হয় রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এই চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালিত হয়। সঙ্গত কারণেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বেছে নেয়া হয়েছে। আয়তনে ছোট একটি দেশ। সাংস্কৃতিক ঐক্য ও ভৌগোলিক ঐক্যও নিবিড়। তাই শাসন কাঠামোর দিক থেকে বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। এর কোন প্রদেশ নাই। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধরণ অনুযায়ী সরকারের কার্যাবলিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ।

শাসন বিভাগের কেন্দ্রে রয়েছে মন্ত্রিপরিষদ (Cabinet)। প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান ও মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে থাকেন। তিনি তাঁর কাজের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। সরকারের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল আইন বিভাগ। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। তিনি সংসদের নিকট দায়বদ্ধ। কিন্তু বাংলাদেশে ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯১ রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু ছিল। এ ধরনের ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। বিশেষ করে জিয়াউর রহমান ও এরশাদ সরকারের আমলে রাষ্ট্রপতি পদটিকে বাংলাদেশে খুবই আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান সংসদের নিকট দায়বদ্ধ থাকেন না। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এ ব্যবস্থা বলবৎ করা হয়। কিন্তু ১৯৯১ সালের ১০ আগস্ট দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তা বাতিল করা হয়। পুনরায় সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা কার্যকর হয়। ফলে রাষ্ট্রপতি নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান কিন্তু সরকার প্রধান নন। রাষ্ট্রপতির নামে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। প্রজাতন্ত্রের সকল কার্যক্রম রাষ্ট্রপতির নামেই পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের সংসদে ৩৫০টি আসন রয়েছে। যার ৩০০ টি আসনে সদস্যগণ জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকে আর অবশিষ্ট ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। রাষ্ট্রের বিবেক বলে খ্যাত হল বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগ বিভিন্ন ধরনের আদালতের মাধ্যমে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করে থাকে। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান হল প্রধান বিচারপতি। সুপ্রীম কোর্টকে সংবিধানের ব্যাখ্যা কর্তাও বলা হয়। হাইকোর্ট বিভাগ, আপীল বিভাগ এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে অন্যান্য অধস্তন আদালত নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত। আইনের শাসন নিশ্চিত করা বিচার বিভাগের মূল দায়িত্ব।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীনতার ৪৫ বছরে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য সংবিধান সংশোধনও করা হয়েছে। অনেক চড়াই-উত্রাই পেরিয়ে বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ জনগণের নিকট দায়বদ্ধ একটি সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে গৃহীত হয়েছে। এ ব্যবস্থায় সরকার জনগণের নিকট দায়বদ্ধ কিন্তু এখনও জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণ চ্যালেঞ্জপূর্ণ।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা কী রূপ আলোচনা করুন।
---	------------------------	---

	সারসংক্ষেপ	মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী সরকারই বাংলাদেশের প্রথম সরকার। এটি রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সংসদীয় সরকার প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ, বিচার ও আইন বিভাগ নামে তিনটি বিভাগ রয়েছে। সরকার যাবতীয় কার্যাবলির জন্য জাতীয় সংসদের নিকট দায়বদ্ধ। বাংলাদেশ একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের চেষ্টা করছে।
---	-------------------	---

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১
---	-------------------------------

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশের প্রথম সরকার ব্যবস্থা কোন ধরনের ছিল?

ক) রাষ্ট্রপতি শাসিত

খ) সংসদীয়

গ) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র

ঘ) একনায়কতন্ত্র

পাঠ-৬.২

শাসন বিভাগ (The Executive Branch)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শাসন বিভাগ কী বলতে পারবেন।
- শাসন বিভাগের গঠন কাঠামো জানতে পারবেন।
- শাসন বিভাগের কাজ সম্পর্কে বলতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ

নির্বাহী বিভাগ, অরাজনৈতিক, কেন্দ্রীয় প্রশাসন, প্রশাসনিক, জনকল্যাণ, গুরুত্ব।



সরকারের সর্ববৃহৎ বিভাগ হল শাসন বিভাগ। যাকে নির্বাহী বিভাগও বলা হয়। শাসন বিভাগ আইন প্রয়োগ ও আইনের আলোকে রাষ্ট্রের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। জনগণকে সেবা প্রদানের মূল দায়িত্বে থাকে শাসন বিভাগ। শাসন বিভাগের দুটি অংশ থাকে। একটি রাজনৈতিক অংশ ও অন্যটি অরাজনৈতিক অংশ। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সদস্যগণ শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশ। রাজনৈতিক অংশ অস্থায়ী। তাঁরা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত এবং নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। আমলাগণ শাসন বিভাগের অরাজনৈতিক অংশ, স্থায়ী ও বেতনভুক্ত। শাসন বিভাগের ক্ষমতা বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত থাকে। যা কেন্দ্রীয় ও মাঠ প্রশাসন হিসেবে পরিচিত। কেন্দ্রে থাকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ। মাঠ প্রশাসনে জেলা-উপজেলা প্রশাসন সরকারি দায়িত্ব পালন করে।


শাসন বিভাগের কাজ


আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সরকারের যে অংশটির সাথে প্রত্যেক দিন জনগণের সরাসরি সংযোগ ঘটে তা হল শাসন বিভাগ। শাসন বিভাগের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। নিম্নে শাসন বিভাগের কার্যাবলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলঃ

১. শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা: জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা শাসন বিভাগের প্রধান কাজ। আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন আইন প্রয়োগ করে শাসন বিভাগ। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে। এজন্য শাসন বিভাগ প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টি ও জনবল নিয়োগ করতে পারে। জনগণের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততার জন্য শাসনের বিভাগের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২. বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষা: দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শাসন বিভাগ বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষা করে। তাছাড়া সংবিধান অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়ে থাকে। এসব চুক্তি যাচাই-বাছাই এর সার্বিক দায়িত্বে থাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে কূটনৈতিক মিশন বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের সুবিধা-অসুবিধা দেখভাল করে। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্যও শাসন বিভাগ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।
৩. সার্বভৌমত্ব রক্ষা: রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব শাসন বিভাগের। প্রয়োজনে যুদ্ধ ঘোষণা শাসন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
৪. আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ: আইন প্রণয়নের কাজটি আইন বিভাগই করে থাকে। কিন্তু কোন একটি বিল (আইনের খসড়া) আইনে রূপান্তরের পূর্ব পর্যন্ত তার খসড়া প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে যাচাই-বাছাই, সম্ভাব্যতা নিরূপণ ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের কাজটি করে থাকে শাসন বিভাগের কর্মচারীগণ। তাছাড়া জাতীয় সংসদের সদস্যগণ শাসন বিভাগে স্থায়ী না হওয়ায় অনেক বিষয়ে কারিগরি জ্ঞানের অভাব থাকে। ফলে আমলাদের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। এ কারণেও শাসন বিভাগের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. অর্থ সংক্রান্ত কাজ: রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাজস্ব সংগ্রহ, উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় তা ব্যয় করার গুরুদায়িত্ব শাসন বিভাগই পালন করে। আয়-ব্যয়ের বাজেট শাসন বিভাগের বিশেষ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীগণ প্রণয়ন করে থাকে।
৬. জনকল্যাণমূলক কাজ: শাসন বিভাগ মূলত জনকল্যাণমূলক কাজের জন্যই দিন দিন বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। রাষ্ট্রের অন্যান্য বিভাগের চেয়ে শাসন বিভাগ জনগণের কাছে থাকে। বর্তমানে রাষ্ট্রগুলো কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের দিকে ধাবিত হওয়ায় শাসন বিভাগের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের পরিধি/পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, শাসন বিভাগ তার কাজের ধরণ ও পরিধির কারণেই অনেক বেশি ক্ষমতাসালী ও জনপ্রিয় হচ্ছে। সংসদীয় কিংবা রাষ্ট্রপতি শাসিত যেকোন ধরনের সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

 শিক্ষার্থীর কাজ	শাসন বিভাগের তিনটি উল্লেখযোগ্য কাজ বর্ণনা করুন।
---	---

 সারসংক্ষেপ	শাসন বিভাগ আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন, প্রতিরক্ষা, অর্থ সংক্রান্ত কাজ থেকে শুরু করে সরকারের প্রয়োজনীয় সকল কাজই করে থাকে। শাসন বিভাগের বিস্তৃত কর্ম পরিধির কারণে এটি বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত 'রুলস অব বিজনেস' অনুযায়ী শাসন বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সরকারের সফলতা ও স্থায়িত্ব শাসন বিভাগের দক্ষতার উপর নির্ভর করে।
--	--

 পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২
--

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। শাসন বিভাগের কয়টি অংশ

ক) একটি

খ) দু'টি

গ) চারটি

ঘ) পাঁচটি

২। শাসন বিভাগের অংশ

i. উপজেলা প্রশাসন

ii. উপজেলা পরিষদ

iii. সচিবালয়

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক) i

খ. i ও ii

গ. i ও iii

ঘ. সবকটি

পাঠ-৬.৩

রাষ্ট্রপতি (The President)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাষ্ট্রপতির অবস্থান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ও পদচ্যুতি সম্পর্কে অবগত হবেন।
- রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কাজ সম্পর্কে জানতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ

রাষ্ট্রপ্রধান, নামমাত্র, অভিশংসন, কার্যবিধি, নিযুক্তি, পূর্বানুমতি, বিল




রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে অবস্থান করেন। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি একটি অলংকারিক পদ মাত্র। কেবল প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ লাভের জন্য তাঁকে ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হবে। একই সাথে সংসদ সদস্য হবার যোগ্যতাও থাকতে হবে। সংসদে অভিশংসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায়।


রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কাজ (Power and Function of the President)

- নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা: সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্র প্রধান, সরকার প্রধান নয়। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিয়োগ দেন। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এবং তার সাথে পরামর্শক্রমে আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি নিয়োগ করেন। তাছাড়া সাংবিধানিক পদ (যেমন- নির্বাচন কমিশনার, মহাহিসাব নিরীক্ষক, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ইত্যাদি) ও তিন বাহিনীর প্রধানগণকে নিয়োগ দেওয়া রাষ্ট্রপতির কাজ। সরকারের সকল প্রশাসনিক কাজ রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়।
- আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা: জাতীয় সংসদে কোন বিল পাস হলে তা রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে আইনে পরিণত হয়। জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে ভেঙ্গে দিতে পারেন। তিনি সংসদে উপস্থিত না হয়েও বাণী দিতে পারেন। কেবল অর্থ বিল সংসদে উত্থাপনের জন্য অবশ্যই রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমতি প্রয়োজন।
- আর্থিক ক্ষমতা: রাষ্ট্রপতি সরকারি অর্থের নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন (অনুচ্ছেদ-৮৫)। কোনো কারণে সংসদ কোন অর্থ মঞ্জুর করতে না পারলে রাষ্ট্রপতি ৬০ দিনের জন্য সংশ্লিষ্ট তহবিল হতে সে অর্থ মঞ্জুর করতে পারে।
- রাষ্ট্রপতি সরকারি কার্যাবলি বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ (Rules of Business) প্রণয়ন করেন।
- জরুরি অবস্থা ঘোষণা: রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা তার কোন অংশ যে কোন নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন তবে তিনি সর্বোচ্চ ১২০ দিনের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পূর্বানুমতি প্রয়োজন রয়েছে।
- অন্যান্য কাজ: রাষ্ট্রপতি অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকেন। যেমন রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমিত ছাড়া কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হতে কোন খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করতে পারে না। তিনি বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে থাকেন। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় খেতাব, সম্মাননা ও পদক প্রদান করেন। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশী কূটনীতিকদের পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় চুক্তি, দলিল তাঁর নির্দেশ মোতাবেক সম্পাদিত হয়। তাছাড়া তিনি প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতিগণের শপথ বাক্য পাঠ করান।

৭। ক্ষমা প্রদর্শন: রাষ্ট্রপতি কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা রাষ্ট্র প্রদত্ত যেকোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও মঞ্জুর করতে পারে। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনকালে দেশের কোন আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের বা গ্রেফতার বা কারাবন্দির জন্য পরোয়ানা জারি করতে পারে না।

সংক্ষেপে বলা যায়, সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নামমাত্র প্রধান হলেও তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রাষ্ট্রপ্রধান। রাষ্ট্রের সকল কার্যাবলি রাষ্ট্রপতির নামেই সম্পাদিত হয়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পাঁচটি কাজ উল্লেখ করুন।
---	-----------------	--

	সারসংক্ষেপ	বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রধান হল রাষ্ট্রপতি। এটি একটি অলংকারিক পদ। কমপক্ষে ৩৫ বছর বয়স্ক বাংলাদেশি নাগরিক কোন রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত হতে পারেন। রাষ্ট্রপতি সংসদে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। তাছাড়া তিনি প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোন বিল আইনে পরিণত হয় না।
---	------------	---

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩
---	------------------------

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

- ১। রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা বর্ণিত রয়েছে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে?
ক) ১৮ অনুচ্ছেদে খ) ২৮ অনুচ্ছেদে গ) ৮৫ অনুচ্ছেদে ঘ) ৪৮ অনুচ্ছেদে
- ২। ‘ক’ একটি দেশের রাষ্ট্র প্রধান। তাঁর নামে রাষ্ট্রের সকল কার্য সম্পাদন হয়। তিনি রাষ্ট্রের আইন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া সরকার প্রধানও তিনি নিয়োগ করে থাকেন।

উদ্দীপকটিতে ‘ক’ কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান?

নিচের কোন্টি সঠিক?

- ক) ফ্রান্স খ. মালদ্বীপ গ. বাংলাদেশে ঘ. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

পাঠ-৬.৪

প্রধানমন্ত্রী (The Prime Minister)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রধানমন্ত্রী পদের যোগ্যতা ও নিয়োগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কাজ কি বলতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ

নির্বাহী প্রধান, সংখ্যাগরিষ্ঠ, সংসদীয় সরকার, মেয়াদ, প্রজাতন্ত্র, মন্ত্রিপরিষদ, সংসদ নেতা



বাংলাদেশ সরকারের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সময় নির্বাহী প্রধান পদের পরিবর্তন হয়েছে। মুজিবনগর সরকারের সময় সরকার প্রধান ছিল রাষ্ট্রপতি। স্বাধীনতা অর্জনের পরেই ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে সামরিক শাসকগণ আবার রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা চালু করেন। কিন্তু অবশেষে ১৯৯১ সালে পুনরায় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়। এ ব্যবস্থায় সরকারের কেন্দ্রবিন্দু হলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকে যারা সংসদের নিকট দায়বদ্ধ। সংসদীয় সরকারের রেওয়াজ অনুযায়ী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর পছন্দ অনুযায়ী জাতীয় সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের পর এ পর্যন্ত প্রায় নিয়মিতভাবেই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার পরিচালিত হয়ে আসছে। সর্বশেষ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী পদের মেয়াদ ৫ বছর।

প্রধানমন্ত্রী পদের যোগ্যতা ও নিয়োগ


বাংলাদেশ সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানই প্রধানমন্ত্রী। এ ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য পদের যোগ্যতা ও প্রধানমন্ত্রী পদের যোগ্যতা একই। অর্থাৎ ২৫ বছর বয়স্ক যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক সংসদ সদস্য থাকা সাপেক্ষে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ পেতে পারেন। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। তবে অপ্রকৃতিস্থ, ফৌজদারি অপরাধি সাজাপ্রাপ্ত এবং ঋণখেলাপি কোন নাগরিক প্রধানমন্ত্রী হবার অযোগ্য বিবেচিত হন।


প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্তম্ভ। তাঁর নেতৃত্বেই সরকার পরিচালিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলির পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। নিচে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করা হল-

- সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী।
- প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার প্রধান। তিনি তাঁর প্রয়োজন অনুসারে মন্ত্রি নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং দপ্তর বন্টন করেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি মন্ত্রীদেরও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তিনি মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয় করেন।
- প্রধানমন্ত্রী যেকোন সময়ে যেকোন মন্ত্রীকে পদত্যাগের অনুরোধ করতে পারেন। এ অনুরোধ এক ধরনের নির্দেশের মত কাজ করে। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব থাকে না।

- ঘ. প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদ নেতা। সংসদ অধিবেশন আহবান, স্থগিত বা ভেঙ্গে দিতে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন। তার নেতৃত্বে সংসদে আইন প্রণীত হয়।
- ঙ. আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন।
- চ. বিভিন্ন সাংবিধানিক পদে নিয়োগ রাষ্ট্রপতির এখতিয়ার হলেও তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে নিয়োগ দিয়ে থাকেন।
- ছ. প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। তিনি একটি দলের প্রধান হলেও প্রধানমন্ত্রী সকল নাগরিকের। জাতীয় ঐক্য ও স্বার্থ রক্ষায় প্রধানমন্ত্রী সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।
- জ. প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ বা প্রতি-স্বাক্ষরে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। এক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হয় না।
- মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাছাড়া মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে থাকায় মন্ত্রিগণ তাঁর নির্দেশনা ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।
- পরিশেষে বলা যায় মন্ত্রিপরিষদ বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীই সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। তিনি আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যমনি।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী পদের যোগ্যতা উল্লেখ করুন।
---	-----------------	---

	সারসংক্ষেপ
<p>গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান হল প্রধানমন্ত্রী। সংবিধানের অনুচ্ছেদে বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন যে কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। সরকারের স্তম্ভ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ, আইন পরিষদ, শাসন বিভাগের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর উপরই একটি দেশের উন্নতি নির্ভর করে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষায় মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে সরকারের পতন ঘটে থাকে।</p>	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪
---	------------------------

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

- ১। সংসদের নেতা কে?
- ক) স্পীকার খ) রাষ্ট্রপতি গ) চিপ হুইপ ঘ) প্রধানমন্ত্রী
- ২। প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন—
- i. সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের
ii. নির্বাহী বিভাগের
iii. আইন বিভাগের
- নিচের কোন্টি সঠিক?
- ক) i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. সবকটি

পাঠ-৬.৫

মন্ত্রিপরিষদ (The Cabinet)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মন্ত্রিপরিষদের গঠন জানতে পারবেন।
- মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কাজ সম্পর্কে বলতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ

স্তম্ভ, নীতি-নির্ধারণ, খসড়া আইন, স্বীয় স্বাক্ষর, পরিকল্পনা



বাংলাদেশে বর্তমানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ ব্যবস্থাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারও বলা হয়। কেননা মন্ত্রিপরিষদই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী থাকে। শাসন বিভাগের স্তম্ভ হল মন্ত্রিপরিষদ। বাংলাদেশের সংবিধানের ২য় পরিচ্ছেদে মন্ত্রিপরিষদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারা রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রিসভার কেন্দ্রে থাকেন প্রধানমন্ত্রী। তাছাড়াও প্রয়োজনীয় সংখ্যক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী তাঁর পছন্দ ও প্রয়োজন-মাফিক সংসদ সদস্য নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তবে জাতীয় সংসদ সদস্য নয় এমন ব্যক্তিকেও মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মন্ত্রিসভার মেয়াদ ৫ বছর। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চাইলে মন্ত্রিসভা রদবদল ও পুনর্গঠন করতে পারেন। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ চাইলে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারেন। তবে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে মন্ত্রিসভাও বিলুপ্ত হয়।


মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কাজ


মন্ত্রিসভার হাতে যেহেতু শাসনবিভাগের চাবিকাঠি তাই মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি অনেকটা শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কাজের মতোই। নিম্নে মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কাজ আলোচনা করা হল:

- নীতি-নির্ধারণ: সরকারি নীতি নির্ধারণে মন্ত্রিপরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত ও নীতি গ্রহণ করে থাকে। জনকল্যাণে উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদেই নেয়া হয়। প্রস্তাবিত পরিকল্পনাগুলো বিজ্ঞ মন্ত্রীদের আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়।
- আইনের খসড়া তৈরি: জনগুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হলে প্রথমে তা মন্ত্রিপরিষদে আলোচনা হয়। বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে যৌক্তিক মনে হলে তা বিল আকারে সংসদে উত্থাপিত হয়। সে বিষয়ে সংসদে এবং মন্ত্রিপরিষদে আলোচনা হয়।
- বাজেট তৈরি: শাসন বিভাগের প্রত্যেকটি সেक्टरের জন্য মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। বাজেট প্রণয়নের সময় অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রীদের নিকট তাঁদের মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের প্রস্তাব আহ্বান করেন। মন্ত্রিপরিষদে অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। সে প্রেক্ষিতে অর্থমন্ত্রী আয়-ব্যয়ের হিসাব করে থাকেন। যা সংসদে বাজেট আকারে উত্থাপন করা হয়।
- উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ: জনকল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন নীতি, কর্মসূচি মন্ত্রিপরিষদেই প্রণয়ন করে থাকে। যেমন পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি, বয়স্ক ও বিধবা ভাতা কর্মসূচি এ রকম ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি মন্ত্রিপরিষদ থেকেই নেওয়া হয়।

৬. মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয়: শাসন বিভাগকে একটি ইউনিট হিসেবে পরিচালনা করে মন্ত্রিপরিষদ। এখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নীতি-সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রীবর্গও নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর তাঁদের বিজ্ঞ মতামত দিতে পারে। এখানে যে কোন মন্ত্রণালয়ের কোন বিষয়ে তড়িৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।

মন্ত্রিপরিষদ অনেকটা সরকারের ভেতর সরকার। আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে উন্নয়নমূলক কাজ সকল বিষয়ে মন্ত্রিসভা প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। যা অনেক সময় সংসদে বহাল থাকে। এ ব্যবস্থায় দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। ফলে অন্যান্য ব্যবস্থার তুলনায় মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	মন্ত্রিপরিষদের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
---	------------------------	-------------------------------------

	সারসংক্ষেপ
সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ খুব গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রিপরিষদ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় পরিচালিত হয়। তিনি প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী মন্ত্রিসভা গঠন, যোজন-বিয়োজন ও ভেঙ্গে দিতে পারেন। আইন প্রণয়ন, মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয়সহ সকল নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদ থেকে নেয়া হয়।	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫
---	-------------------------------

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশে মন্ত্রিসভার মেয়াদ কত বছর?

ক) ৩ বছর

খ) ৫ বছর

গ) ৭ বছর

ঘ) ৯ বছর

২। মন্ত্রিসভার কাজ হল-

i. আইন প্রণয়ন

ii. বাজেট প্রণয়ন

iii. নীতি-নির্ধারণ

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক) i

খ. i ও ii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৬.৬

বাংলাদেশের আইনসভা
(The Legislature of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের আইনসভা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আইনসভার গঠন প্রণালী বলতে পারবেন।
- আইনসভার পরিধি, ক্ষমতা ও কাজ সম্পর্কে বলতে পারবেন।



মুখ্য শব্দ

কক্ষ, সরাসরি, নির্বাচন, সংরক্ষিত, স্পীকার, হুইপ, অধিবেশন, সংসদীয় কমিটি, বিল, ভোটদান



বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। এটি এক কক্ষবিশিষ্ট। জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা ৩৫০। ৩০০টি আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অন্য ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। নারী সংসদ সদস্যগণ ৩০০ জন সংসদ সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ রাজধানীতে অবস্থিত। সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ অধিবেশন আহ্বান করেন। অধিবেশন পরিচালনার জন্য স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করা হয়। স্পীকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া সংসদ অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে সদস্যগণের মধ্য থেকে চীফ হুইপসহ কয়েকজন হুইপ মনোনয়ন করা হয়। দশম জাতীয় সংসদের প্রধান হলেন স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

সংসদ সদস্য হবার যোগ্যতা (Qualification for Membership)

সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ২৫ বছর বয়স্ক বাংলাদেশী যেকোন নাগরিক সংসদ সদস্য হবার যোগ্যতা রাখে। তবে অপ্রকৃতিস্থ, দেউলিয়া, বিদেশী নাগরিকত্ব অর্জন, কোন অপরাধে দুই বছরের জন্য সাজাপ্রাপ্ত নাগরিক সংসদ সদস্য হতে পারবে না।

সংসদের মেয়াদ ৫ বছর। তবে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন। অধিবেশন আরম্ভ করার জন্য ৬০ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হতে হয়। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল সরকারি দলের এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসনে বিজয়ী দল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। সংসদ সদস্যগণ অনেকে একইসাথে হুইপ, মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।


কোন সংসদ সদস্য নিজের ইচ্ছায় পদত্যাগ দাখিল করলে অথবা একাধারে ৯০ কার্যদিবস সংসদে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হবে। তাছাড়া তিনি যে দল থেকে সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সেই দল থেকে পদত্যাগ করলে অথবা সংসদে সে দলের বিপক্ষে ভোট দান করলেও তাঁর সদস্যপদ বাতিল হবে।


জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

- আইন প্রণয়ন বিষয়ক: জাতীয় সংসদের প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন করা। সংসদ কোন বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংশোধন করতে পারেন। আইনের প্রস্তাব বিল আকারে সংসদে উপস্থাপন করা হয়। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে বিলটি আইনে পরিণত হয়।
- সংবিধান সংশোধন: জাতীয় সংসদ সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। সেজন্য সংসদের মোট দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হয়।

৩. শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ: প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়বদ্ধ। সংসদ কোন কারণে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে যায়। তাছাড়া বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে জাতীয় সংসদ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।
৪. অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা: জাতীয় সংসদের অনুমতি ছাড়া কোন কর বা খাজনা আরোপ ও সংগ্রহ করা যায় না। সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থাৎ বাজেট জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অর্থমন্ত্রী সংসদে বাজেট উত্থাপনের পর তার উপর সংসদ সদস্যগণ আলোচনা, বিতর্ক ও সংযোজন-বিয়োজনের প্রস্তাব করেন। সে অনুযায়ী বাজেটটি সংসদে পাশ হয়।
৫. বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা: সংবিধানের ১৬তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ বিচারক অপসারণের ক্ষমতা পায়। সংসদীয় ব্যবস্থায় সংসদই সব কিছু কেন্দ্রবিন্দু। সংবিধান লঙ্ঘিত হলে সংসদ রাষ্ট্রপতি, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে পারে এবং অপসারণের ব্যবস্থা নিতে পারে।
৬. অন্যান্য কাজ: উপরে আলোচ্য কাজ ছাড়াও সংসদ আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য নির্বাচন এবং অধিবেশন না থাকলে সে সময়ে প্রণীত বিভিন্ন অধ্যাদেশ অনুমোদন বা বাতিলের কাজগুলো জাতীয় সংসদ করে থাকে।

মোটের উপর জনগণের প্রতিনিধি হল জাতীয় সংসদ সদস্যগণ। তাঁরা সংসদে স্ব-স্ব এলাকার সমস্যা-সুবিধা নিয়ে দাবি-দাওয়া তুলে ধরে। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ সে বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করে। সংসদে আলোচনার মধ্য দিয়েই জনগণের নিকট দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের আইনসভার গঠন বর্ণনা করুন
---	------------------------	------------------------------------

	সারসংক্ষেপ
<p>সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হল জাতীয় সংসদ। জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা ৩৫০ জন। তার মধ্যে ৩০০ জন সদস্য সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। সংসদ সদস্যেও মূল দায়িত্ব হল আইন প্রণয়ন করা। তাছাড়া তাঁরা তাদের নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। সংসদ সদস্যদের আলোচনা ও দাবির প্রেক্ষিতে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এ পর্যন্ত দশবার জাতীয় সংসদ গঠিত হয়েছে।</p>	

	পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬
---	-------------------------------

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

- ১। কত বছরের সাজাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচনের অযোগ্য?
 - ক) ১ বছর
 - খ) ২ বছর
 - গ) ৩ বছর
 - ঘ) ৪ বছর
- ২। রসুলপুর গ্রামের যোগ্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ১৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে। তারা মাসে একবার গ্রামের সমস্যা ও সুবিধা নিয়ে আলোচনা করে। আলোচনার প্রেক্ষিতে গ্রামের উন্নয়নে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে। যেসব সমস্যা তাঁদের এখতিয়ারের বাইরে সেগুলো স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করে। আলোচ্য উদ্দীপকের গঠন কাঠামো নিচের কোন সংস্থাটির মত?
 - ক) বিশ্ববিদ্যালয়
 - খ) আদালত
 - গ) জাতীয় সংসদ
 - ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ

পাঠ-৬.৭

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ (The Judiciary of Bangladesh)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিচার বিভাগের গঠন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বিচার বিভাগের কাঠামো চিত্রায়ন পেতে পারবেন।
- বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি জানতে পারবেন।
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে জানতে পারবেন।



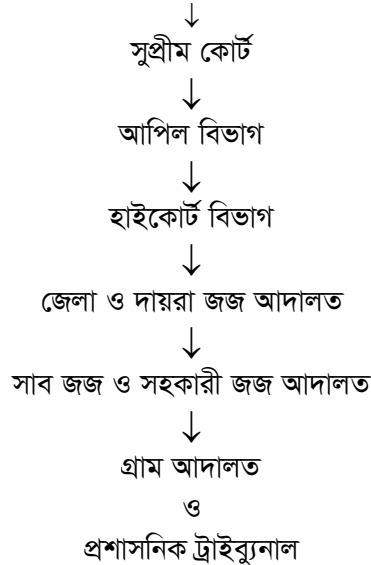
মুখ্য শব্দ

বিবেক, স্বাধীনতা, বিচারক, ট্রাইব্যুনাল, বিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, অধ্বস্তন, ফৌজদারী, দেওয়ানী



বিচার বিভাগ হল রাষ্ট্রের বিবেক। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ অপরিহার্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের জন্য একটি স্বাধীন বিচার বিভাগের কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে সংবিধানের পঞ্চম ভাগে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। যা নিম্নরূপভাবে প্রকাশ করা যায়

বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় কাঠামো



সুপ্রীম কোর্টের গঠন

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান হল প্রধান বিচারপতি। এ আদালতের দু'টি বিভাগ রয়েছে যথা- হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ। এ বিভাগগুলোতে বিচারকের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন। প্রধান বিচারপতির পরামর্শে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগ দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশী কোন নাগরিক ১০ বছর এডভোকেট হিসেবে অভিজ্ঞতা থাকলে বা ১০ বছর বিচার বিভাগীয় কোন পদে চাকুরি করলে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হিসেবে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হন।

হাইকোর্ট বিভাগ

প্রাথমিক মামলা গ্রহণের সর্বোচ্চ আদালত হল হাইকোর্ট। বর্তমানে হাইকোর্ট বিভাগে প্রায় শতাধিক বিচারপতি রয়েছে। সংবিধানে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে লিখিত নির্দেশনা রয়েছে। হাইকোর্ট বিভাগের নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও কার্যাবলি রয়েছেঃ

- ক. বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণে কোন সরকারি কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট উপযুক্ত নির্দেশ দিতে পারেন।
- খ. প্রজাতন্ত্রের (সরকারের) কোন কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষকে বেআইনী কাজ বন্ধ করতে অথবা করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করতে পারেন।
- গ. অধঃস্তন আদালতের কোন রায়ের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টে আপিল করতে পারবেন।
- ঘ. কোন ব্যক্তির আবেদন সত্ত্বেও যদি হাইকোর্ট মনে করে উন্নয়ন কাজ বা জনস্বার্থ বাধাগ্রস্ত হবে তবে কোন আদেশ দান না করার ক্ষমতা হাইকোর্টের রয়েছে।
- ঙ. অধঃস্তন আদালত পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আদেশ, নির্দেশ জারি করতে পারে হাইকোর্ট।

আপিল বিভাগ

বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হল আপিল বিভাগ। হাইকোর্ট বিভাগের আদেশের প্রেক্ষিতেই কেবল এখানে আপিল করা যায়। এ বিভাগের বিচারকের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই তবে এখানে হাইকোর্ট বিভাগের চেয়ে স্বল্প সংখ্যক বিচারক থাকে। নিচে আপিল বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করা হল-

১. হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দন্ডদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানির ও তাহা নিষ্পত্তির এখতিয়ার ও ক্ষমতা রয়েছে।
২. এ বিভাগের কোন ঘোষিত রায় বা প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারে।
৩. রাষ্ট্রপতির প্রয়োজন মোতাবেক আপিল বিভাগ আইন বিষয়ে মতামত জ্ঞাপন করতে পারে।
৪. সম্পূর্ণ ন্যায় বিচারের স্বার্থে কোন ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করা ও কাগজপত্র পেশ করার আদেশ দিতে পারে।

অধঃস্তন আদালত

সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত দেশের জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধঃস্তন আদালত গঠন করা হয়েছে। জেলা ও দায়রা জজ আদালত, সাব জজ ও সহকারী জজ আদালত দেশের অধঃস্তন আদালত। রাষ্ট্রপতি অধঃস্তন আদালতের বিচারক নিয়োগ করে থাকেন। এছাড়াও গ্রাম পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত গ্রাম আদালত রয়েছে।

অধঃস্তন আদালতের কার্যাবলি

- (১) ফৌজাদারী বিষয় অর্থাৎ চুরি, ডাকাতি, হত্যা, সংঘর্ষ, ধর্ষণ, পারিবারিক কলহসহ জনজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রাথমিক মামলা গ্রহণ ও বিচার করে থাকে।
- (২) দেওয়ানী বিষয়ে যেমন জমি-জমা সংক্রান্ত, চুক্তি, অর্থ ঋণ সম্পর্কিত বিষয়ের বিচার করা অধঃস্তন আদালতের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

গ্রাম আদালত

গ্রামীণ পর্যায়ে সংগঠিত বিভিন্ন অপরাধ ও জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তির প্রাথমিক প্রচেষ্টা হল গ্রামীণ আদালত। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষ থেকে দুই করে মোট ৫ পাঁচ জন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠন করা হয়। এ আদালতের রায়ে বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ জন দেশের যেকোন আদালতে মামলা করতে পারে।

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

প্রজাতন্ত্রের (সরকারের) কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের চাকুরি সংক্রান্ত বিষয়াদি, অর্থদণ্ড বা অন্য দণ্ডের বিষয়ে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিষ্পত্তি করে থাকে। এ আদালতের এখতিয়ার রয়েছে এমন কোন বিষয়ে অন্য কোন আদালত কোন কার্যক্রম গ্রহণ বা রায় দিতে পারে না। সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এর গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য পৃথিবীর উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশেও একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও দক্ষ বিচার ব্যবস্থার কথা সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। বিদ্যমান বিচার কাঠামো ছাড়াও জাতীয় সংসদ আইনের মাধ্যমে আরও এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন বা বিলোপ করতে পারে। বর্তমানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং দক্ষ ও বিজ্ঞ বিচারক নিয়োগ করা বড় একটি চ্যালেঞ্জ।

**শিক্ষার্থীর কাজ**

বাংলাদেশের বিচার কাঠামো চিত্রায়িত করুন।

**সারসংক্ষেপ**

বাংলাদেশে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ রয়েছে। যার প্রধান হল প্রধান বিচারপতি। সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ, হাইকোর্ট বিভাগ, অধস্তন আদালত যেমন জেলা ও দায়রা জজ আদালত, সাব জজ আদালত, সহকারী জজ আদালত নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত। তাছাড়া প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও গ্রাম আদালতও বিচারকার্য করে থাকে। রাষ্ট্রপতি বিচারকদের নিয়োগ করেন। অন্যদিকে সুপ্রীম কোর্ট বিচার বিভাগের তদারকি করে থাকে।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭****বহুনির্বাচনী প্রশ্ন**

- ১। বাংলাদেশের বিচার কাঠামোর সর্বোচ্চ বিভাগ কোন্টি?
ক) জেলা জজ আদালত খ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গ) হাইকোর্ট বিভাগ ঘ) আপিল বিভাগ
- ২। অধস্তন আদালতের মধ্যে রয়েছে।
i. জেলা জজ আদালত
ii. হাইকোর্ট
iii. নীতি-নির্ধারণ

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক) i

খ. i ও iii

গ. i, ii ও iii

ঘ. সবকটি

পাঠ-৬.৮

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো (Administrative Structure in Bangladesh)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামোর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



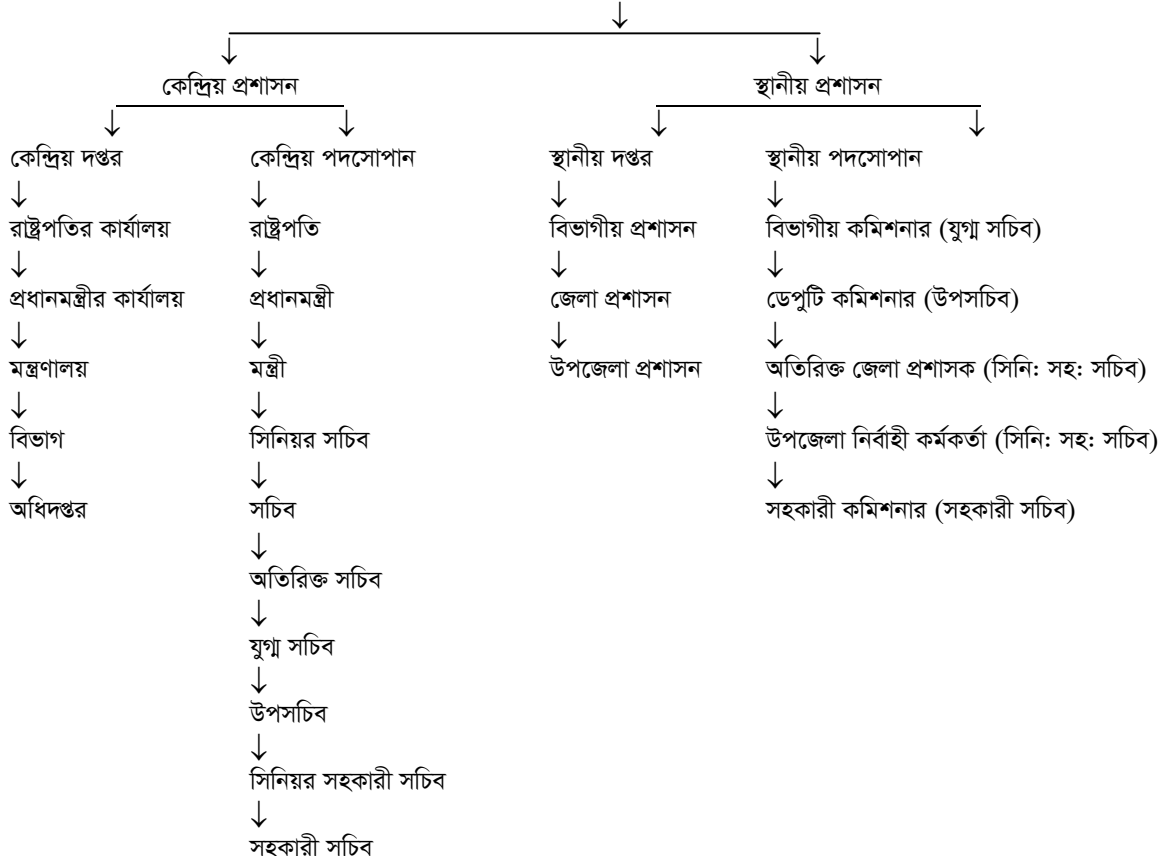
মুখ্য শব্দ

এককেন্দ্রিক, কেন্দ্রিয়, স্থানীয়, বিকেন্দ্রিকরণ, কার্যবিধি, অনুবিভাগ, অধিনামা, সচিবালয়



বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কেন্দ্র হতে শাসনকার্য পরিচালনা করা হয়। তবে সরকারি সেবা জনগণের নিকট পৌঁছানোর জন্য প্রশাসনিক কাঠামোর বিকেন্দ্রিকরণ করা হয়েছে। প্রশাসনিক কাঠামোর কাজের প্রকৃতি দুই ধরণের। একটি হল নীতি-নির্ধারণী কাঠামো অন্যটি বাস্তবায়নধর্মী। যেমন-রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রণালয় নীতি-নির্ধারণী অংশ। জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন নীতি বাস্তবায়নের কাজ করে থাকে। তাই বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর কেন্দ্রিয় ও স্থানীয় দু'টি অংশ রয়েছে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা সরকারের শাসন বিভাগের অধীন। সরকারের কার্যাবলি, সফলতা ও ব্যর্থতা অনেকটা প্রশাসনিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে।

প্রশাসনিক কাঠামো



মন্ত্রণালয়

কেন্দ্রীয় প্রশাসনের প্রধান কার্যালয় মন্ত্রণালয়। এর প্রধান হল মন্ত্রী। জনগুরুত্বপূর্ণ এক বা একাধিক বিষয়ের কার্যক্রম একটি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকে। কার্যপ্রণালি বিধি (Rules of Business) অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের কাজ ভাগ করা হয়। মন্ত্রণালয় বিভিন্ন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করে থাকে। তাছাড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট আইনের প্রযোজ্যতা, হালনাগাদকরণ ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। যেমন- শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ইত্যাদি।

বিভাগ: মন্ত্রণালয়ের অধীনে এক বা একাধিক বিভাগ থাকে। যার প্রশাসনিক প্রধান হল সচিব/সিনিয়র সচিব। তিনি মন্ত্রণালয়ের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করেন। এই দপ্তরে বা ইউনিটে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেমন- সড়ক বিভাগ, তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ, জন নিরাপত্তা, সেবা বিভাগ ইত্যাদি।

অধিদপ্তর: বিভাগের অধীনে একাধিক অধিদপ্তর থাকে। অধিদপ্তরের প্রধান কাজ হল মাঠ প্রশাসনের সাথে সরাসরি যুক্ত থেকে তা সমন্বয় করা। একজন অতিরিক্ত সচিব বা সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা এ দপ্তরের প্রধান। যেমন- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর ইত্যাদি।

অনুবিভাগ: মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীনে এক বা একাধিক অনুবিভাগ থাকে। এ অনুবিভাগের নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব থাকে। অনুবিভাগের দায়িত্বে থাকেন একজন অতিরিক্ত সচিব। যেমন- বাজেট অনুবিভাগ

অধিশাখা: অনুবিভাগের অধীন একাধিক অধিশাখা থাকতে পারে। অধিশাখার প্রধান উপসচিব। সাধারণত মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজ্য বিভিন্ন বিষয়ের আদেশ, বিজ্ঞপ্তি ও প্রজ্ঞাপন জারি করে থাকে। মন্ত্রণালয় বা বিভাগ প্রয়োজন অনুযায়ী অধিমালা নির্ধারণ করে।

শাখা: মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীন অনেকগুলো শাখা থাকে। মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি অনুযায়ী শাখা নির্ধারণ করা হয়।

বিভাগীয় প্রশাসন


স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর হল বিভাগীয় প্রশাসন। বিভাগীয় প্রশাসনের দায়িত্বে থাকেন একজন বিভাগীয় কমিশনার। তিনি যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। গুরুত্ব ও কাজের পরিধি অনুযায়ী অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাও এ পদে নিয়োজিত থাকতে পারে। বিভাগীয় প্রশাসন জেলা প্রশাসনের কাজের তদারকি করে।


জেলা প্রশাসন

স্থানীয় প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসন জেলার আইন-শৃঙ্খলা, জনসেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত সব ধরনের বিষয়ের তদারকি করে। তাছাড়া জেলা বিভিন্ন রাজস্ব ও খাজনা আদায় করে থাকে। সরকারি সম্পত্তির ইজারা প্রদান জেলা প্রশাসনের আওতাধীন। জেলা প্রশাসনের প্রধান উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা।

উপজেলা প্রশাসন

স্থানীয় প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর কিন্তু সাধারণ মানুষের খুব নিকটবর্তী ইউনিট হল উপজেলা প্রশাসন। এ কার্যক্রমকে স্থানীয় সচিবালয় বলা যায়। কেননা একই স্থানে নানামুখী সেবা প্রদান করা হয়। পার্থক্য হল কেন্দ্রীয় সচিবালয় নীতি নির্ধারণ করে আর উপজেলা প্রশাসন সরাসরি সেগুলো বাস্তবায়ন করে। ১৯৮২ সালে উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর উপজেলা প্রশাসনের কর্মকাণ্ডে আরও গতিশীলতা এসেছে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	স্থানীয় প্রশাসনের পদসোপান উল্লেখ করণ।
---	------------------------	--

	সারসংক্ষেপ	বাংলাদেশের একটি বিস্তৃত প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে। মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা-উপজেলা প্রশাসন সবই প্রশাসনিক কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রত্যেকটি ইউনিটের নির্দিষ্ট দায়িত্ব কর্তব্য পালনে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা রয়েছে। এই প্রশাসনিক ইউনিটগুলোর সমন্বিত কাজের উপরই সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে।
---	-------------------	---



পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৮

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

- ১। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো কয় স্তর বিশিষ্ট?
ক) দুই খ) চার গ) পাঁচ ঘ) ছয়
- ২। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা হল।
i. সচিব ii. উপ-সচিব iii. সহকারি সচিব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। গত মাসে রহমান সাহেব একটি সেমিনারে সভাপতিত্ব করছিলেন। সেখানে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তাদের কর্মপরিকল্পনা বিষয়ের বক্তব্য রাখেন। প্রত্যেক বিভাগের কর্মকর্তাগণই নিজের বিভাগের শ্রেষ্ঠত্ব উপস্থাপনের চেষ্টা করছিলেন। রহমান সাহেব বিভাগগুলোর মাঝে একটি বিভাজন লক্ষ্য করলেন। পরবর্তীতে রহমান তাঁর মূল্যবান বক্তৃতার মাধ্যমে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে প্রত্যেকটি বিভাগই জনগণের সেবায় নিয়োজিত। সেখানে একটির চেয়ে অন্যটির শ্রেষ্ঠত্বের সুযোগ নেই। তাই সকলকে মিলে-মিশে কাজ করার এবং প্রত্যেকের কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি থাকার পরামর্শ দেন।
ক. সাধারণত সরকারের কয়টি বিভাগ থাকে?
খ. সরকারের বিভাগগুলোর নাম লিখুন।
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম বিষয়টি কী এবং কেন ঘটে?
ঘ. সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মাঝে কিভাবে সমন্বয় সাধন করা যায়? ব্যাখ্যা করুন।
- ২। পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে বললেন, তাদের উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তাকে দুই বছর পূর্বে মন্ত্রণালয়ের একটি শাখার দায়িত্ব পালন করতে দেখেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে একজন ছাত্র প্রশ্ন করল, মন্ত্রণালয়ের একটি শাখার দায়িত্ব পালন করতে দেখেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে একজন ছাত্র প্রশ্ন করল, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা হয়ে তিনি উপজেলার কাজ করছেন কেন? উত্তরে শিক্ষক বলল প্রশাসক ছুটি পর্যায়ে কাজ করে। তাঁরা প্রশাসন বিভাগের অংশ। তাই যেকোন সময় স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় উভয়ই প্রশাসনেই কাজ করতে পারেন।
ক. প্রশাসনের কয়টি পর্যায় থাকে?
খ. বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্তরগুলো উল্লেখ করুন।
গ. উদ্দীপকে কোন প্রশাসনের কথা বলা হয়েছে? উক্ত প্রশাসনের কাঠামো কেমন?
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনের পদসোপানের একটি তুলনা করুন।



উত্তরমালা

- পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১ : ১। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩ : ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪ : ১। ঘ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬ : ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭ : ১। ঘ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৮ : ১। ক ২। ঘ